

**শবে মে'রাজ**  
**[নারী পণ্ডর পিঠে চড়ে নভোমন্ডল ভ্রমণ!]**  
**মো: জামিলুল বাসার**

‘শব’ পারশী শব্দ এর অর্থ: রাত্র বা অন্ধকার; ‘মে’রাজ’ আরবী শব্দ এর অর্থ: উদ্ধারোহণ,মই, সিঁড়ি। অর্থাৎ সাধারণ অর্থে: অন্ধকারে বা রাতে সিঁড়ি বেয়ে উদ্ধারোহণ; অসাধারণ অর্থে: অন্ধকার, বর্বর যুগে [আইয়ামে জাহিলিয়া] জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ বা স্বাক্ষর।

মে’রাজ সম্বন্ধে যত বিবরণ পাওয়া যায় তার ০.০১% শতাংশ কোরানে এবং বাকি ৯৯.০৯% শতাংশ হাদিসের মাধ্যমে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে নিম্নবর্ণিত কোরানের আয়াতগুলি পাঠকের অবশ্য অবশ্যই সকল সময়ের জন্য স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় এবং ঐ আয়াতের আলোকেই হাদিসগুলির মূল্যায়ন অত্যাৱশ্যকীয়:

ক. লা-ইউকাল্লীফুল্লাহু-----বুছআহ। [বাকারা-২৮৬] অর্থ: আমি কাহাকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না।

খ. লা-নুকাল্লিফু নাফছান ইল্লা-বুছআহ। [আনআম-১৫২; আরাফ-৪২] অর্থ: আল্লাহ সামর্থের বাহিরে কারো

উপর দায়িত্ব দেন না।

গ. ফা-লান তাজ্জিদা-----তাহবিলা। [বনি-ইস্রাইল-৭৭; ফাতির-৪৩] অর্থ: তুমি আল্লাহর ছুন্নাতে [বিধান]ে কখনও কোন রদ-বদল পাবে না এবং আল্লাহর ছুন্নাতে [বিধান]ে কখনও কোন ব্যতিক্রমও পাবে না।

ঘ. ইন্না ল্লাহা-----মীয়াদ। [এমরান-৯] অর্থ: আল্লাহ কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।

ঙ. অ মা কানা---হাকিম। [শুরা-৫১] অর্থ: দেহধারী মানুষের এমন কোন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ বা কথা বলবেন তবে ওহি [প্রেরনা] ছাড়া; পদীর অন্তরাল ছাড়া অথবা দূতের মাধ্যম ছাড়া। যে দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী।

উপরোল্লিখিত কোরানের আয়াতগুলি আল্লাহর অহি, কোরানের আয়াত সহজ ও সরল; এর প্রতি প্রত্যেক মুসলমানের কঠিন ঈমান আছে এবং থাকবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং এই ইমান নিয়ে লক্ষ্য কর□ণ মে’রাজ সম্বন্ধীয় একটি সর্থক্ষিপ্ত এবং শ্রেষ্ঠ হাদিস:

---আনাস ইবনে মালিক বলেন, নবী [সা] বলেন, “---মহা মহিম আল্লাহ আপনার উম্মতের উপর ৫০ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। ফেরার সময় আমি মুছার নিকট পৌছলে তিনি বলেন, ‘আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ কি ফরজ করেছেন?’ আমি বললাম, ‘৫০ ওয়াক্ত নামাজ’। তিনি বললেন, ‘আপনার রবের নিকট ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মত এ নামাজ আদায় করতে পারবে না। বনি-ইস্রাইল সন্তানদের উপর আমার সে অভিজ্ঞতা আছে।’ ‘আমি ফিরে গেলাম, আল্লাহ ৫ ওয়াক্ত বাদ করে দিলেন। তারপর আবার মুছার নিকট ফিরে এসে বললাম, ‘৫ ওয়াক্ত কম করে দিয়েছেন।’ তিনি পুনরায় বললেন, ‘আবার যান, কেননা আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না---।’ ‘আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ আবার ৫ ওয়াক্ত মাফ করে দিলেন। আমি আবার মুছার নিকট ফিরে আসলাম।’ তিনি আবার বললেন, ‘আবার ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মত এও আদায় করতে পারবে না---।’ ‘আমি আবারও গেলাম। [এরূপ ৯ বার আসা যাওয়া করেন]। শেষ মেশ আল্লাহ বললেন, ‘৫ ওয়াক্ত, এটাই ৫০ ওয়াক্ত, আমার কথার নড়-চড় হয় না।’ ‘আমি আবার মুছার নিকট ফিরে গেলাম এবং তিনি আবার বললেন, ‘আবার ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মত এও পালন করতে পারবে না। বনি-ইস্রাইলদের উপর আমার অভিজ্ঞতা আছে।’ ‘আমি এবারে বললাম, আমার যেতে শরম লাগে। তারপর আমাকে ছিদ্বাতুল মোত্তাহায় নিয়ে যাওয়া হলো, তা রংএ ঢাকা ছিল। আমি জানি না তা কি! অবশেষে আমাকে বেহেস্তে প্রবেশ করানো হলো। আমি দেখি সেখানে মুক্তার মালা এবং সেখানকার মাটি কস্তুরী।’ [বোখারী এবং অন্যান্য]।

মে’রাজ সম্বন্ধে ছেহাছেত্তার প্রত্যেকটি গ্রন্থে বেশ কিছু হাদিস রচিত আছে। সকল ইমামগণই চিরাচরিত প্রথানুসারে ছাহাবা ও মহানবীকে কাল্পনিক সাক্ষি করে হাদিসগুলি রচনা করেছেন। অথচ তাদের মধ্যে মে’রাজের সময়, স্থান-কাল, অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে ঘোর মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। শরিয়তের মতে ঐ মতভেদগুলি নাকি অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক! যেমন: কারো মতে হিজরতের ১২ মাস পূর্বে, কারো মতে ১৬ মাস, ১৭ মাস, ১৮ মাস; আবার কারো মতে নুবুয়াতের ১২ বৎসর পরে! [অর্থাৎ কিনা মদিনায়! হিজরতের সন মতান্তরে ১০/১৩ বৎসর]। তারিখ সম্বন্ধে কারো মতে ১৭ই রবিউল-আউয়াল, ১৭ই রমজান, ২৭শো রজব; আবার কারো মতে ২৭শো রমজান। কারো মতে বিবি উম্মেহানির ঘর থেকে আবার কারো মতে বিবি আয়শার ঘর থেকে; কারো মতে স্ব-শরীরে আবার কারো মতে স্বপ্ন যোগে সজ্জাঠিত হয়েছিল; মহানবী অতীতের সকল নবী-রাছুলদের জামাতবদ্ধ নামাজের ইমামতি করেছিলেন: কারো মতে মসজিদুল আকসায়, কারো মতে আসমানে; কারো মতে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আবার কারো মতে ফিরে এসে; কেউ বলেন মহানবী আল্লাহকে সাক্ষাৎ দেখেছেন,

মতান্তরে দেখেন নি ইত্যাদি। বলাবাহুল্য সকল হাদিসই অসংখ্য ছাহাবা অতঃপর মহানবীর নামের বরাতে রচিত হয়েছে। অতএব, শরিয়তের পরিভাষায় সবই সত্য-মহা সত্য এবং নিভুল! অগত্যা এর একটিও অস্বীকার করার সকল পথ ও মত শরিয়তের পরিভাষায় রুদ্ধ! যদিও একই ব্যক্তির পক্ষে নির্দিষ্ট ঘটনার বিভিন্ন তারিখ, সময়ক্ষণ ও স্থান সত্য বলে স্বীকার করে নেয়া আর একই ব্যক্তির একই সময় সামনে পিছে হাটার মতই পার্থক্য!

শরিয়তের মতে মে'রাজ অর্থ উদ্ধারোহণ। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে আরোহন বা ভ্রমণ। কিসে চড়ে ভ্রমণ, কোথা থেকে কোথায়; কোন কোন ঘাটে বিরতি; আল্লাহর দরবারে রাছুলকে নাস্তা-পানি, দুধ-মদ, আদর-আপ্যায়ন ইত্যাদি সকল বিষয় বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে হাদিসে।

বিজ্ঞান মতে পৃথিবীটা চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের মতই উদ্ধাকাশে অর্থাৎ শূন্যাকাশে। পৃথিবী থেকে মানুষ; মাথা উচিয়ে চন্দ্র-সূর্য, আকাশ যেভাবে দর্শন করে; চন্দ্র বা অন্য কোন গ্রহ থেকেও অনুরূপ মাথা উচিয়ে উদ্ধাকাশের দিকে তাকিয়েই পৃথিবীকে দেখতে হয়। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে রকেটে চড়ে উদ্ধাকাশে ছুটে যেমন চাদে পৌছতে হয় তদ্রূপ চাদ থেকে অবিকল উদ্ধাকাশে ছুটেই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র যেমন শূন্যাকাশে, পৃথিবীও তেমন শূন্যাকাশে; অর্থাৎ শূন্যাকাশের কোন উপর নীচ নেই। নীচ বলতে স্ব-স্ব পায়ের নীচ তথা মাটি গভ বুঝায়। কোন গ্রহ উপরে বা নীচে এ অবান্তর প্রশ্ন বটে। এতে যাদের সন্দেহ হয়, তারা স্ব-স্ব সন্তানদের কাছে সৌর মানচিত্র সামনে রেখে বাস্তবের মতই বিষয়টি স্ব-চক্ষে একিন করতে পারেন। উত্তর মেরুর গ্রীনল্যান্ড, সুইডেন বা কানাডা, আমেরিকার মাটি খুঁড়ে দক্ষিণ মেরুর ভেদ করে অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা বা এন্টারটিকা মহাদেশের আকাশে উঁকি দিলে দেখা যাবে আমাদেরই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও একই আকাশ। এমন উদাহরণটি শরিয়তের আলেম-আল্লামাদেও খেদমতে প্রণীত।

আরবী 'ছামা' অর্থ আকাশ, আকাশ অর্থ শূন্য, শূন্য অর্থ অদৃশ্য। 'আদ্ব' অর্থ বস্তু, বস্তু অর্থ দৃশ্য, দৃশ্য অর্থ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রসহ যাই দৃষ্টি গোচরিত ও আবিষ্কৃত তাই আদ্ব; এমনকি আজকের পরমাণুও আদ্ব। 'ছামাওয়াতে অল আদ্ব', অর্থ: দৃশ্য-অদৃশ্য বা জানা অজানা।

শরিয়তের বিশ্বাস যে, আল্লাহ নামক জীব, বা ব্যক্তিত্বটি [?] পৃথিবীতে বাস করেন না; সপ্তম আসমানে মতান্তরে তারও উর্দে বাসা-বাড়ি। বাড়ির একটি ঠিকানা পূর্বে 'শবে বরাত' প্রতিবেদনে দেয়া আছে, আর একটি ঠিকানা দেখুন:

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুতালিব (রা) থেকে বর্ণিত:---রাছুল বলেন যে, এক আসমান থেকে আর এক আসমানের দূরত্ব ৭১, ৭২ বা ৭৩ বৎসরের দূরত্ব। এভাবে সপ্তম আসমান পর্যন্ত গুলেন; তার পর বললেন, সপ্তম আসমানের উপর রয়েছে একটি সমুদ্র, উহার গভীরতা ২ আসমানের দূরত্বের সমান; অতঃপর সেই সমুদ্রের উপরে আছে ৮টি বিরাটকায় পাঠা (ছাগল) এবং তাদের পায়ের খুর ও কোমরের মাঝখানের ব্যবধান দুই আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। অতঃপর উহাদের পিঠের উপর রয়েছে (আল্লাহর) আরশ--। [দ্র: তিরমিজি, আবু দাউদ; হাদিস নং-৫৪৮১; তথ্যসূত্র: 'পরস্পন্নর বিরোধী মতভেদপূর্ণ হাদিস; পৃ: ১২৭; প্রকাশক: ইসলামী সমাজ সংস্কার সংস্থা, কুষ্টিয়া; লেখক; মো: ফারুখ কোরেশী]

একদা মহানবীকে আল্লাহর সেই বাড়িতে দাওয়াত করেছিলেন। আল্লাহ দুধ, মধু ও মদ দ্বারা মহানবীকে আদর সোহাগ করেছিলেন--[দ্র: হাদিস]।

'আল্লাহ আকাশে থাকেন' কথাটার অর্থ দাঁড়ায়: আল্লাহ সসীম, সৃষ্ট কোন ব্যক্তি, বস্তু, পদার্থ বা গ্যাস জাতীয় এমন কিছু; যিনি পৃথিবীতে থাকেন না। আর আকাশ অসীম, যার কোন এক নির্দিষ্ট বা সীমিত স্থানে আল্লাহর বসত বাড়ি! পক্ষান্তরে, আল্লাহ কি! কোথায় বাস করেন! তার প্রকৃতি কি! তার সকল পরিচয় তিনি কোরানে পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন, দেখুন:

১. অছি'আ কুছিইয়ু হু'ছামা-ওয়াতি অল আদ্ব। [বাকারা-২৫৫] অর্থ: দৃশ্য-অদৃশ্য, বস্তু-অবস্তু [আকাশ-জমীন] ব্যাপীয়া তার অবস্থান, আসন, আরশ বা কুর্সি। [অর্থাৎ বস্তু-অবস্তু বা দৃশ্য-অদৃশ্য মিলেই আল্লাহ।]
২. ইন্না-রাব্বি ক্বারীবু'মুজিব। [ভূদ-৬১] অর্থ: নিশ্চই উপাস্য [আল্লাহ] অতি নিকটে; ডাকলেই সাড়া দেন। [অর্থাৎ যার জবাব পাওয়া যায় তাইই আল্লাহ।]
৩. অ নাহনু আক্বরাবু ইলাইহি মিন হাবলীল অরীদ। [কাফ-১৬] অর্থ: এবং আমরা নিকটের চেয়েও নিকটে [গ্রীবা ধমণী]। [অর্থাৎ স্বদ্বানুভূতিই আল্লাহ।]
৪. অ'লামু-আল্লাহু ইয়াহুলাবাইনাল মাবই অ-ক্বালবিহী অ আল্লাহু ইলাইহি তুহশারুন। [আনফাল-২৪] অর্থ: জেনে রেখো! আল্লাহ জীবের জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত [হৃদয়ের গভীরে]। আর তার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। [প্রত্যা+আবর্তন=বিবর্তন চক্র; অর্থাৎ 'ইভলিউশন সার্কেল' অর্থাৎ জীবের হৃদয়ের হৃদয়ই আল্লাহ।]
৫. অলিল্লা-হি মা-ফি'ছামা-ওয়াতি অমা-ফিল আরদ্ব। [নিছা-১২৬] অর্থ: উপাস্য দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তু-অবস্তু [আসমান-জমীন] সবকিছুই ঘিরে আছেন। অর্থাৎ যা দেখি, যা দেখি না সবই আল্লাহ।]
৬. অলীল্লাহি---কাদির। [এমরান-১৮৯] অর্থ: দৃশ্য-অদৃশ্যের [আসমান-বমীনের] শক্তিই আল্লাহ। [অর্থাৎ শক্তি মানেই

আল্লাহ।]

৭. হু অল আউয়ালু অল আ-খির□ অ জ্জা-হির□ অল বা-ত্বিনু, অহু অ বিকুল্লি শাইয়িন ‘আলীম। [হাদিদ-৩] অর্থ: তিনি নিজেই আদি, নিজেই অন্ত; নিজেই প্রকাশ নিজেই গোপন, সকল বিষয়ই তিনি। [অর্থাৎ সৃষ্টি-অসৃষ্টি, সূচনা-পরিণতি, জন্ম-মৃত্যু, ভালো-মন্দ সবই আল্লাহ, আল্লাহময়।]
৮. আল্লাহু নুর□ ছছমাওয়াতি-----আল্লাহু বে কুল্লে শাইয়িন আলীম। [নূর-৩৫] অর্থ: উপাস্য দৃশ্য-অদৃশ্যের [আকাশ-পাতাল] জ্যোতি। এই জ্যোতির উপমা: আলোর জগৎ, যাহার মধ্যে আছে একটি দ্বীপ [বাতি] দ্বীপটি একটি কাচের আবরণের বা পর্দার মধ্যে স্থাপিত; কাচের আবরণটি উজ্জ্বল তারকার মত। ইহা জ্বালানো হয় মূল্যবান [জলপাইর] তেল দিয়ে যাহা সৃষ্ট কোন তেল নয়। উহাতে আগুন সংযোগ ছাড়াই আলো বিকিরণ করে। আলোর উপরে আলো। উপাস্য যাকে খুশি তার দিকে আকর্ষণ করেন। উপাস্য আকার ইঙ্গিতে কথা বলেন। তিনিই সব জানেন। [অর্থাৎ নূর, জ্যোতি বা জ্ঞানই আল্লাহ।]
৯. হু অ মায়াকুম--বাছির□ ন। [হাদিদ-৪] অর্থ: তোমরা যেখানেই থাক না কেন সে তোমাদের সঙ্গেই আছেন। [অর্থাৎ আমিত্ব, স্বত্তাবোধ বা জীবণই আল্লাহ।]
১০. অল্লীল্লাহীল মাসরেকু---আলীম। [বাকার-১১৫] অর্থ: পূর্ব পশ্চিম আল্লাহরই এবং যে দিকেই তাকাও না কেন সে দিকেই আল্লাহ; আল্লাহ সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ। [অর্থাৎ যা দেখি তাই আল্লাহই আল্লাহ।]
১১. কুল! হু আল্লাহু আহাদ-----আহাদ। [ইখলাস-১-৪] অর্থ: ‘সে’ উপাস্য [আল্লাহ] একাকার। ‘সে’ পূর্ণ। ‘সে’ অজাত, বে-জাত, তুলনাহীন। [ অর্থাৎ হাড়ি-পাতিল থেকে শুরু করে শয়তান-ফেরেস্টা, নিউট্রন-ইলেকট্রন, বিগ ব্যাং ইত্যাদি সবযোজিত একক সর্বনামই আল্লাহ।]
১২. কুলিল্লা হুমা মালেকুল মুলকে---কুল্লে সাইয়িন কাদির। [ইমরান-২৬] অর্থ: বল! সার্বভৌম শক্তির শক্তিই আল্লাহ;---তুমি সকল বিষয়ের সর্বশক্তিমান। [অর্থাৎ শক্তির উৎস শক্তিই আল্লাহ।]
- সহজ কথায় আমিত্ব, মহব্বত, এরোদা ও এলেমই আল্লাহ; এর বাইরে কিছু নেই, এর সীমানাও নেই। জীব মাত্রই দেহ-কালের গতে থেকে:

ক. আমিত্ব: স্বত্তানুভূতি বা অস্তিত্ব রক্ষার উপাসনা করে।

খ. মহব্বত: প্রেম, আকর্ষণ বা শক্তির উপাসনা করে।

গ. এরোদা: ই□ছা, পরিকল্পনা; কুন ফাইয়াকুন বা সযন্তুর উপাসনা করে।

ঘ. এলেম: জ্ঞান, অজানাকে জানার ও ভোগের উপাসনা করে।

ধারাগুলি একে অন্যের সম্পূর্ণক এবং কালের উপর নির্ভরশীল। ঐ ধারাগুলি যে একক শব্দে প্রকাশ হয়, এমন একক শব্দই বাংলায় ‘উপাস্য’ ‘আরোদ্ধ’ এবং বিদেশী ভাষায় আল্লাহ, ঈশ্বর, ভগবান, খোদা-খোদা বা গড ইত্যাদি; যার মূল্যধার এবং ইহার সাক্ষ্য-প্রমাণ স্ব-স্ব হৃদয়। মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, টেম্পল, কাবা-কাশী বা দশম আসমানেও নয়; নয় টপি-দাড়ি, সুরমা; চন্দন, টিকি-পৈতা, ক্রস বা নেড়ে মাথা অথবা চুড়ি-পাগড়ীতে। মূলত জীবের ধারণ, করণ, শক্তি, বিশ্বাস সবকিছুই নিজের কাছে, নিজের মধ্যে, নিজের জন্য এবং নিজের দ্বারাই।

আল্লাহ-রাছুলের স্বয়ং ঘোষিত সহজ সরল ঠিকানা পরিচয় ভুলিয়ে সপ্তম আসমানে বা তদুর্ধ্বে আল্লাহকে খোঁজার পরামর্শ একটি কণ্টক বিব্রান্ত করার জন্য পরমাণু বোমার চেয়েও মারাত্মক। সৃষ্টা ও সৃষ্টির প্রকৃতিগত সম্পূর্ণক বড়ই নিগুঢ়, গুরুত্বপূর্ণ ও রহস্যবৃত। সৃষ্টা ছাড়া সৃষ্টি যেমন অবাস্তব, সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টাও তেমন অবাস্তব। সৃষ্টা আলাদা ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব, অথবা বস্তু বা গ্যাস জাতীয় কিছু নয়।

মাছ যদি পানিকে চিনতে চায়, তবে যে কোন প্রকারেই হোক পানিতে থেকেই তাকে চিনতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। কিন্তু যদি আলাদা করে দেখতে চায় তবে অবশ্যই একে পানি থেকে আলাদা হতে হবে; আর আলাদা হওয়া মানেই তার আমিত্ব, প্রেম বা শক্তি, ই□ছা ও জ্ঞানের বি□ছন্নতা অর্থাৎ মৃত্যু; এর নামই সীমা লঙ্ঘন। হযরত মুছা [আ] আল্লাহকে দেখতে চেয়ে ঠিক এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

আল্লাহকে কেউ দেখতে পায় না, কেউ কোন দিন দেখতে পায় নি, দেখতে পারে না; মুছাও দেখেন নি; দেখেছিলেন আল্লাহর নিদর্শন, উপমা বা উদাহরণ। অসীমকে দেখা যায় না, যাই দেখা যায় তাই সসীম, সসীম বা সৃষ্টি অসীমেরই ক্রমবিকাশ। যা সৃষ্টি, তা আল্লাহ নয়, আল্লাহ থেকে ভিনুও নয়; তা আল্লাহর ঠিকানা, বা আল্লাহ উপলব্ধির সূত্র বা বাহন। পক্ষান্তরে আল্লাহ অসীমই অসীম। এই অসীমকে উপলব্ধি, অনুভূতি বা পরিচয় পাওয়ার সূচনা, সূত্র বা পথ স্ব-স্ব হৃদয়ের কেন্দ্রবিন্দু। তাই উপরোল্লিখিত ৮ নং ধারাসহ অধিকাংশ আয়াতে ইঙ্গিত দেয়।

মূলত ‘মেরাজ’ অর্থ ‘উদ্ধারোহণ’, সন্দেহ নেই; কিন্তু তা ব্যক্তি বা বস্তুর উদ্ধারোহণ নয়। বরং জ্ঞান, গুণ ও ক্ষমতার উদ্ধারোহণ। একজন ছাত্র উদ্ধারোহণ করতে করতে যেমন শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ হয়; একজন কেরানী উদ্ধারোহণ



করতে করতে যেমন ম্যানেজার, ডাইরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার হয়; একটি শিশু উদ্ধারোহণ করতে করতে যেমন যুবক-বৃদ্ধ হয়; ফুল থেকে ফল, অতঃপর পেকে যেমন পূর্ণতা লাভ করে অসংখ্য গাছের জন্ম দাতা হয়; ডোবার পানি খাল-বিল, নদী নালায় আরোহণ করতে করতে যেমন সাগর মহাসাগরে রূপ নেয় অতঃপর শূন্যে অদৃশ্য হয়; ব্যাঙ যেমন লালা-মানিক প্রাপ্ত হয়; মৃগী যেমন কস্তুরী প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ আদিত্য ভিত্তিক তথা আধ্যাত্মিক তথা স্রষ্টা-সৃষ্টি জ্ঞানে মুছল্লী, মোসলেম, মমিন, মোস্তাক্বীন, পীর, বোজর্গ দরবেশ, রাছুল অতঃপর নবীত্ব প্রাপ্ত বা জ্যোতির্দেহ প্রাপ্ত/প্রেরণা প্রাপ্ত হওয়ার নামই মে'রাজ। নবী হওয়ার প্রধান ও চূড়ান্ত শর্তই মে'রাজ। সকল নবীর জন্যই তা বাধ্যতামূলক। উদাহরণস্বরূপ: হযরত ইব্রাহীমের [ব্রস্মার]মে'রাজ, [দ্র: বাকারা-১২৪] হযরত মুছার মে'রাজ, [দ্র: আরাফ-১৪৩] হযরত ঈসার মে'রাজ জন্ম লগ্নেই [দ্র: এমরান-৫৯]। নবী হওয়ার অর্থই মে'রাজ প্রাপ্ত ব্যক্তি।

**এবারে মে'রাজ সম্বন্ধে কোরানের আয়াতটি লক্ষণীয়:**

**ছুবহানা ব্লাজী-----বাছির। [বনি-ইসাইল-১]** অর্থ: নিষ্কৃত তত্ত্বজ্ঞানই 'উপাস্য', 'সে,' 'অজানা' [আল্লাহ]; সেই অন্ধকার, বর্বর, অজ্ঞানতার যুগে [রজনীযোগে] তার বান্দাকে নুরালোকে [বিদ্যুত/বোরাক] আপন স্বভাৱ [স্রষ্টা-সৃষ্টির রহস্য] প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য [নিদর্শন দেখাবার জন্য] দূর-নিকট, দৃশ্য-অদৃশ্য, [মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা; আকসা অর্থই দূরবর্তি স্থান] সব কিছুই বর্তমান [বরকতময়] করে দিয়ে ছিলেন।

সমগ্র কোরানে মে'রাজ সম্বন্ধে এখানেই শুরু, এখানেই শেষ। অতঃপর মসজিদুল আকসা থেকে মহানবীর দুধ, মদ, পানি, শরবৎ ইত্যাদি আপ্যায়ন; নবীদের সংবদ্ধ নামাজের ইমামতি; অতঃপর ১ম আসমান থেকে ৭ম আসমান, ছেদরাতুল মোস্তাহা, নবীদের সাক্ষাত, ৫০ ওয়াক্ত নামাজ, হযরত মুছা কর্তৃক ৯ বার ফেরৎ পাঠিয়ে ৪৫ ওয়াক্ত নামাজ মাফ; মুছার কান্নাকাটি, আদমের বায়ে তাকিয়ে কান্নাকাটি, ডানে তাকিয়ে হাঁসা-হাসি; বেহেষ্টের বিবরণ: সেখানে মুক্তার মালা, রঙে ঢাকা, মাটি কস্তুরী! [বেহেষ্টের তাজ্জব বিবরণ বটে!] দোষখবাসীদের আত চীৎকার, রক্তের নদী; নীল নদ ও ফোরাতে নদীর উৎস বেহেষ্ট থেকে! [দ্র: বোখারী, ৫ম খণ্ড, আজিজুল হক; পৃ:৩৫৩] বোরাক: দেখতে ঘোড়া নয়, গাধা নয়, খাঁচর নয়, লেজটি ময়ূরের, মাথাটি লাস্যময়ী নারীর। ছেদরাতুল মোস্তাহায় অর্থাৎ আল্লাহর বাগান বাড়ীতে বরই গাছ! মটকির মত বরই! কস্তুরীর মত মাটি, দুধের মত পানি! [দ্র: সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড; 'মে'রাজ' অধ্যায়, পৃ:১৯২ ও ছেহাছেত্তা] ইত্যাদি উদ্ভট, কাল্পনিক রচনা সম্ভারের সঙ্গে কোরানের তিল পরিমাণও ইঙ্গিত, ইশারা নেই।

মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত বিষয়টি আল্লাহ অহি করে বলতে পারলেন আর সেখান থেকে ৭ম আসমান ও তদোর্ধ্বের দৃভেদ্য বিষয়গুলো অহি করতে পারলেন না; অথচ সেটাই ছিল অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এই সুযোগে সালমান রুশদিগণ, আল্লাহ-রাছুলের অবমূল্যায়নের মহা সুযোগ করে নিলেন! সুতরাং জনাব রাসদিকে দায়ি করা যুক্তিসঙ্গত নয় বরং দায়ি কোরান বিরুদ্ধ মৌলবাদ বা শরিয়ত। তবে রাসদী সাহেবের উচিৎ ছিল কোরানের আলোকে সমালোচনা করা।

উল্লেখিত বেহেষ্টের বিবরণগুলি যেকোন পাঠক পড়লেই বুঝতে পারবেন যে ঐগুলোর রচয়িতাগণ আমার মত গন্ডমূর্খ না হলেও আলবৎ নেশাখোর ছিলেন। মদ-গাজা খেয়ে যারা নেশা করেন তাদের নেশা সাময়িক; আর প্রকৃতিগতভাবে যাদের নেশা হয় তা বেশিরভাগই চিরস্থায়ী এবং তাদেরকেই উন্মাদ বলে।

হাদিসে বর্ণিত মে'রাজের বিস্তারিত সমালোচনা করতে স্বতন্ত্র একটি বই লিখতে হয়। সে সুযোগ না পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

উল্লেখিত কোরানের আয়াতগুলি স্মরণ রেখে মে'রাজ সম্বন্ধীয় হাদিসের আলোকে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলি গবেষণার দাবী রাখে:

১. মহানবী [সা] পূর্ণ কোরান হযরত জিব্রীলের মারফত প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু মে'রাজে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সরাসরি ৫০ ওয়াক্ত নামাজ, অতঃপর মুছা [আ] কর্তৃক ৯ বার ফেরৎ পাঠিয়ে ৫ ওয়াক্ত করে মোট ৪৫ ওয়াক্ত কমিয়ে অর্থাৎ আল্লাহ বলেন, “৫ ওয়াক্ত, এটিই ৫০ ওয়াক্ত, আমার কথার পরিবর্তন হয় না”; এ আয়াতটি জিব্রীলবিহীন সরাসরি আল্লাহ ও রাছুলের পরস্পর প্রত্যক্ষ সাক্ষাত অহি। এ অহিটি মহা নবীর [সা] জীবনের সকল অহি অর্থাৎ ৩০ পারা কোরানের উর্ধ্ব শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম অহি হওয়া সত্ত্বেও তা কোরানে না লেখার কারণ সন্দেহজনক বটে।
২. উল্লেখিত অহিটি এক দুই বার নয়; বরং ৯ বার রদ-বদল করার পরেও আল্লাহর ঘোষণা: “আমার কথার রদ-বদল হয় না, ৫ ওয়াক্তই ৫০ ওয়াক্ত।” কি করে রদ-বদল হলো না! এ প্রশ্নবোধক চিহ্নটি পৃথিবী থেকে ৭ম আসমান পর্যন্ত দীর্ঘ বটে!

৩. নবীগণ আল্লাহর আদেশের তিল পরিমাণ সংযোজন, সংকোচন; অস্বীকার বা প্রতিবাদ করেন না বা করেন নি; করলে তাদের ঘাড়ের শিরা কেটে ফেলতেন বলে কোরানে ঘোষিত আছে [দ্র: হাক্বা: ৪৪, ৪৫, ৪৬]। পক্ষান্বেষে হাদিস মতে মুহানবী [সা] ৯ বার প্রতিবাদ করে ৫ ওয়াস্তে এনেছেন তবুও তার ঘাড়ের শিরা কাটা হয় নি!
৪. পাচ ওয়াস্ত নামাজের ঘোষণা কোরানের কোথাও নেই। যা আছে তা এরূপ: সকাল-সন্ধ্যা, সূর্য হেলে গেলে, রাতের কিছুটা অন্ধকার হলে, দিনের দুই প্রান্তে, সূর্য উদয়ের পূর্বে, অস্ত যাওয়ার পরে, রাতের দুই প্রান্তে, গভীর রাতে ইত্যাদি। [দ্র: ভূদ-১১৪; বনি-ইস্রাইল-৭৮, ৭৯; কাফ-৩৯, ৪০; দাহর-২৫, ২৬]। মুসলিম বিশ্বের দল উপ-দলের আলেম-আল্লামাগণ ঐ সময়-কালগুলি হিসাব করে কেউ ৩ ওয়াস্ত, কেউ ৫ ওয়াস্ত আবার কেউ ৬ ওয়াস্ত এমনকি কেউ ৭ ওয়াস্তও নির্ধারণ করেছেন। আমাদের সুন্নী উপ-দল ৬ ওয়াস্তই স্বীকার করেন। কিন্তু ভূয়সের রাত্রি জাগরণের ভয়ে বেতের ৬ষ্ঠ ওয়াস্ত এশার সঙ্গে যুক্ত করেছেন; অতঃপর মতান্বেষে 'তাহাজ্জুদ' ৭ ওয়াস্ত বলেই প্রতিয়মান হয়।
৫. হাদিস মতে হযরত মোহম্মদ [সা] শ্রেষ্ঠ নবী, এমন কি নবীদের নবী। আল্লাহ-রাছুল কোরানে তা স্বীকারও করেন নি, সমর্থনও করেন নি; বরং তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এই বলে যে, 'রাছুলদের মধ্যে কারো সঙ্গে কারো পার্থক্য করিও না; যারা পার্থক্য করে তারা পথভ্রষ্ট, কাফের' [নিছা: ১৫০, ১৫১, ১৫২]। পক্ষান্বেষে ঐ একই হাদিসে হযরত মুছা [আ] হযরত মুহম্মদকে [সা] এক দুই বার নয় বরং ৯ বার তার উম্মতের জন্য অদরদর্শী ও অযোগ্য প্রমাণ করেছেন। এখানেই শেষ নয়! প্রারম্ভে উল্লেখিত আয়াতের আলোকে স্বয়ং আল্লাহকেই অবিবেচক ও কান্ড-জ্ঞানহীন, ছুন্নাতের রদ-বদল, এমনকি ওয়াদা ভঙ্গকারী বলেই সাব্যস্ত করেছেন!!
৬. বোরাক নামক সেই অদ্ভুত কুদরতী বাহনটি মসজিদুল আকসার পাশে কোন পাথরের সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন! অদ্যাবধি সেখানে নাকি দাগ আছে!! কিন্তু ৭ম আসমানে, ছিদাতুল মোন্সাহায় সেটিকে কিসের সঙ্গে বেধে রেখেছিলেন তার কোন হাদিস রচিত হয় নি। রফ রফের আকার-আকৃতিরও কোন বর্ণনা হাদিসে লিখিত হয় নি! তছাড়া কোন্ বাহনে চড়ে তিনি ৯ বার আসা-যাওয়া এবং পৃথিবীতে ফেরৎ এসেছিলেন! সে সম্বন্ধেও ভুল বসত কোন হাদিস রচনা করতে পারেননি।
৭. প্রকাশ থাকে যে, মহানবী মে'রাজে যাওয়ার পূর্বেই তিনি ও ছাহাবাগণ নিয়মিত নামাজ করতেন, এমনকি পূর্বের সকল নবী ও তাদের উম্মতগণ নিয়মিত নামাজ কায়েম করতেন, কোরানে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ এবং যা সর্বজন স্বীকৃত।
৮. কোরানের ১১৪টি সূরার মধ্যে ৮৬টি সূরাই মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, যার অধিকাংশ সূরাতেই নামাজের কথা উল্লেখ আছে। শুধু তাইই নয়: ইসলামি ঐতিহাসিক ও হাদিসবিদদের মতে: ওয়াস্ত সংক্রান্ত আয়াতগুলির অধিকাংশই মে'রাজের পূর্বে অর্থাৎ নুবুয়াতের ৩ থেকে ৮ বৎসরের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। [দ্র: আরবী- ইংরাজী কোরান; মুহাম্মদ এম. পিকথল]। প্রকাশ থাকে যে, মে'রাজ থেকে ফিরে আসার পরেও অবতীর্ণ এমন একটি আয়াত নেই যাতে নির্দিষ্ট করে ৫ ওয়াস্ত নামাজের নির্দেশ আছে। অতএব, 'মে'রাজে গিয়ে ৫ ওয়াস্ত নামাজ এনেছেন' হাদিসটির পক্ষে কোরানের কোন যুক্তি প্রমাণ বা সমর্থন পাওয়া যায় না। শুধু তাই-ই নয় মে'রাজ সম্বন্ধীয় কোন হাদিসের পক্ষেই কোরানের তিল পরিমাণ সমর্থন নেই।
৯. রক্ত-মাংসের স্তূল দেহধারী মানুষের পক্ষে আল্লাহ দর্শন অবাস্তব কল্পনা মাত্র। [দ্র: উপরে বর্ণিত ৩ নং ধারা]। এমনকি হযরত মুছার [সা] সক্ষম হন নি। তিনি আল্লাহর নিদর্শন দেখেই জ্ঞানহারা হয়েছিলেন। আল্লাহ কোন কালেই দেখার বস্তু নয়। শরিয়তের আল্লাহর সঙ্গে কোরানের আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই।
১০. সকল মানুষের জন্য কোরানে আল্লাহর ঘোষণা যে, 'আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও' অর্থাৎ সকলেই আল্লাহময় হও। এমন আল্লাহর দাওয়াত কবুল করতে নারী পশুর পিঠে ৭ম আসমানে ভ্রমণ!

হাদিসে বর্ণিত মে'রাজের তাৎপর্য, বিষয়বস্তু ও ফলাফল ৫ ওয়াস্ত নামাজ যা অনায়াসেই সাধারণ অহী করা সম্ভব ছিল! মে'রাজ পূর্ব সূরাগুলিতে আলবৎ অহী করাও আছে। আর মোসলেমদের শিক্ষার মধ্যে বেহেস্ দর্শন, যার বর্ণনা দেয়া হয়েছে: রঙে ঢাকা, মুক্তার হার, মাটি কস্তুরী, এক এক আসমানে নবীদের বাস, মটকীর মত বরুই গাছ, কাওছারের পানি দুধের স্বাদ তুল্য ইত্যাদি; দোযখ: রক্তের নদী, একটি পাপী সেথায় হাবু-ডুবু খাচ্ছে, কিনারে দাড়িয়ে জনৈক ব্যক্তি [ফেরেস্] পাহাড়সম ঢিল ছুড়ছে, দোযখীদের আত চিংকার ইত্যাদি।

আমেরিকা ভ্রমণের পর দেশে ফিরে আমেরিকার বিবরণ দিতে গিয়ে যদি কেউ বলে যে, সেথায় কোটি কোটি গাড়ি, দোতলা. তিন তলা রাস্তা, মাটির নীচে রেলগাড়ি চলে, রেল বাসে কন্ডাক্টর নেই; বাড়ি-গাড়ি, রাস্তা-ঘাট সব সাদা রংএ ঢাকা [বরফে]; তবে তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধে পাঠক-শ্রোতাগণ নিশ্চিত হতে পারে; নিশ্চিত হতে পারে শরিয়তের জন্মদাতা দলিয় ইমানদেব সম্বন্ধে।

হাদিসের আলোকে একই বিষয়বস্তু সংবলিত গদবাধা একই রচনা সম্ভার নির্দিষ্ট মওসুমে চৌদ্দ শত বৎসর যাবৎ কত কোটিবার যে পত্র-পত্রিকায়, বিভিন্ন বই-পুস্তকে ছাপা হয়েছে এবং হবে তার হিসাব নেই। কিন্তু শরিয়তের তিল পরিমাণ

জ্ঞানানুভূতি হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই। একটি মাত্র মোসলমানের মে'রাজ হয়েছে বলে কোন ইতিহাস রচিত হয় নি। পক্ষান্তরে হাদিসে বর্ণিত 'আছালাতু মে'রাজুল মোমেনীন' অর্থ: নামাজে মোমীনদের মে'রাজ হয়; হাদিসটির আলোকে প্রত্যেকেই আত্মোপলব্ধি ও আত্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে, সে মুমিন কি কমিন!

**প্রত্যেক মুমিনের নামাজেই যদি মে'রাজ হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে মে'রাজ নবীর জীবনে অতি তুচ্ছ বিষয়টি বিশ্বময় নবীর শ্রেষ্ঠ মোজেজা বলে প্রচার প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পিছনে রহস্য কি! আর এ প্রতারণার ফলই বা কি হয়েছে!**

মে'রাজ সত্য, মহানবীর অবশ্যই মে'রাজ হয়েছে। কিন্তু নবী বংশ পরশুরায় সুন্নীদের বাপ-দাদা এজিদ-উমাইয়াদের হাতে নির্মূল হওয়ার মতই নবীর মহামূল্যবান মে'রাজের দর্শনাদি বিলীন হয়েছে। হেরা পর্বতের গুহায় নবী কি সাধন-ভজন করে নুবুয়াতী পেলেন! সে সকল মহামূল্যবান মন্স ও তত্ত্ব-সূত্র আজ আর কারো জানা নেই। নামাজে যার অহরহ মে'রাজ হয়, আল্লাহ ডাকে যার হৃদয় সাড়া দেয় একমাত্র সেই মুমীনই এর সত্যাসত্য ও মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন।

বোরাক অর্থ বিদ্যুত, বিদ্যুতের বিদ্যুত। এই বিদ্যুত শক্তিতে নবীর মে'রাজ হয়। মানুষের কাল্প বা হৃদয় একটি আনবিক চুল্লি, মহা বিদ্যুতগার; যে বিদ্যুতের পরশেই অ্যাটমসহ বিশ্বের সকল আবিষ্কার। সৃষ্টা সৃষ্টির প্রেরণা সংঘর্ষে, অর্থাৎ ছালাত ও একনিষ্ট গবেষণা, সাধনার মাধ্যমে হৃদয়ে বিদ্যুত বা নুর সঞ্চারিত ও প্রসারিত হয়। ধর্ম-কর্ম করে যার যতটুকু নুরের সঞ্চার হয়েছে তার ততটুকু আল্লাহবোধ অনুভূতি বা উপলব্ধি হয়েছে, অর্থাৎ ছোয়াব হয়েছে। এই নুর সঞ্চার হতে হতে যখন সমস্ত দেহ বিদ্যুতায়ন হয় তখন তার আর্মিত্ব সত্ত্বা, দেহ ও জীবন আলাদা করে দেখতে পারে। তখন দৃশ্য থেকে অদৃশ্য হতে পারে, এরোদা বা ইচ্ছা করা মাত্রই মৃত্তকের মধ্যেই একই সঙ্গে একাধিক স্থানে প্রকাশ হতে পারে। এর নামই চৈতন্য বা বেহেশ্ত প্রাপ্ত হওয়া। আর তখনই দৃশ্য-অদৃশ্য, দূর-নিকট, অতীত-ভবিষ্যৎ সবই একাকার বা বর্তমান হয়। এমন অবস্থা মানুষের পক্ষে বা স্থূল দেহে সকল সময় ধরে রাখা সম্ভব নয়; যেমন সম্ভব নয় স্বপ্ন ক্ষণটি ধরে রাখা। আর এ অবস্থায় হাজার হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক তার স্পর্শ করলে মৃত্যুতো দূরের কথা বরং বিদ্যুতগার পর্যন্ত স্পর্ক হওয়া সম্ভব।

হযরত মুহম্মদ [সা] এই অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন এবং এর নামই মে'রাজ। এজন্যই তাকে 'নুর মুহম্মদ' বলা হয়। তিনি যেখানে ছিলেন, ঠিক সেখানেই দৃশ্যও ছিলেন, অদৃশ্য ছিলেন। জীব যেমন জীবনকে দেখতে পায় না, দেখতে পায় তার দেহটি মাত্র কিন্তু মোহাম্মদ জীবনকে আলাদা করে স্থূল দেহটিকে জীবণ দেহের মধ্যে ঢুকাতে সক্ষম হয়েছিলেন। শূন্যাকাশে তিনি কল্পিত লাস্যময়ী অর্ধনারী অর্ধপশুর পিঠে চড়ে উড়ে বেড়ান নি। শরিয়তের এই অপপ্রচার মহানবীকে কলঙ্কিত করেছে, ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে।

আল্লাহ ডাকে যার হৃদয় সাড়া না দেয় সে জীবিত থাকতেই মরা [দ্র: কোরান]। সুতরাং জীবন দর্শন না হওয়া পর্যন্ত শুধু মৌখিক বিশ্বাস যথার্থ নয়। ভাষাজ্ঞান আর ধর্মজ্ঞান দু'টো আলাদা জিনিষ বটে! শিক্ষা এবং জ্ঞানের উৎস ও প্রকৃতি ভিন্নতর।

প্রকাশ থাকে যে, কতিপয় কথিত আলেম-আল্লামাগণ নিম্নবর্ণিত সূরা নজম ও সূরা তকবীরের দু'টি আয়াত উত্থাপন করে মহানবীর উর্ধাকাশ ভ্রমণ বা মে'রাজের সত্য-সত্যের প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকেন:

**ক. আল্লামাহু--- মা-আউহা-[নজম-৫-১০] অর্থ: জ্ঞানশক্তিই তাকে শিক্ষা দেয়; স্ব আকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল; উর্ধ দিগন্তে; অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো অতি নিকটে; ধনুকের দুই প্রান্ত বা তারও কম ব্যবধান ছিল; তখন আল্লাহ তার বান্দার প্রতি প্রেরণা [অহি] দান করলেন।**

**খ. অ লা ক্বাদ রা আ'হু বিল উফুকীল মুবিন। [তাকবীর-২৩] অর্থ: সে তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে।**

উল্লিখিত আয়াতগুলিতে উর্ধাকাশে ভ্রমণের কোন ইঙ্গিত-ইশারা নেই। বরং উর্ধাকাশ থেকে মহানবীর কাছে কিছু আসার ইঙ্গিত আছে। আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতেরও কোন লক্ষণ নেই বরং মহানবী [সা] দুনিয়াতেই ছিলেন এবং উর্ধাকাশে তাকিয়ে আপন চেহারা [স্ব-জ্যোতিদেহ] দেখেছিলেন, তা ধীরে ধীরে তার নিকটবর্তী হয় এবং কিছু কথোপকথন হয়। বরই বাগানের প্রান্তে এরকম আরো একবার দেখেছিলেন। অর্থাৎ বরই বহুল দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষেও কোন এক লোকও অনুরূপ দেখেছিলেন। ধারণা হয় যে, তিনি ছিলেন মহানবী ভরত।

**অ লাকাদ্ব রায়াহু ----মুনাহ। [নাজম-১৩, ১৪] অর্থ: নিশ্চয়ই তাকে আরেকবার দেখেছিল; প্রান্তবর্তী বরই গাছের নিকট।**

কি দেখেছিলেন! সকল অনুবাদক ও তফছীরকারগণ মন্সব্য করেছেন যে, তিনি জিব্রীল ফেরেস্টাকে দেখেছিলেন। [জিব্রাইল ও ফেরেস্টা শব্দদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন] বস্তুতঃপক্ষে মহানবী কী দেখেছিলেন! তা

উল্লেখিত আয়াতেই বলেছে যে, নিজের চেষ্টা অর্থাৎ নিজের জীবন দেহটি দেখেছিলেন। এখানে অনুমান করে জিব্রিলকে উপস্থিত করার সুযোগ নেই। স্ব-স্ব জীবন বা আত্মদর্শন না হওয়া পর্যন্ত কল্পনা, অনুমান বা ভাবাবেগ তড়িত ওয়াজ-নছিহত, ধমালোচনা ভয়াবহ।

অমাল্লাম ইয়াহকুম বিমা- আঞ্জালান্না-লু ফাউলা-ইকা হুমুল কা-ফির□ন, ফা-ছিকুন, জা-লিমুন। [মায়োদা: ৪৪-৪৯]  
অর্থ: কোরান অনুযায়ী যারা কথা বলে না, বিচার মীমাংসা করে না, তারাই কাফের, ফাছেক ও জালেম।

মূলত আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ, কথাবার্তা, আদর-আপ্যায়ন ইত্যাদি যাবতীয় কাল্পনিক গল্প বা আরব্য উপন্যাস মাত্র। দেহধারী মানুষ এরকম অবস্থায় অতীতেও কেউ কোন দিন সক্ষম হন নি, ভবিষ্যতেও কেউ সক্ষম হবেন না এবং কোন কালেই নয়। সে যত বড়ই বৈজ্ঞানিক এমনকি নবী-রাছুলগণও নয়। এর বিপরীতে যাদের বিশ্বাস, তারা আল্লাহকে সসীম এবং সৃষ্ট কিছু মনে করেন এবং তাদেরকে মোশরেক বলেই কোরান চিহ্নিত করে।

অতএব এক্ষণে উপলব্ধি কর□ণ আপনি, আমি, শরিয়ত, মৌলবাদ বা কথিত সমগ্র মোসলেম জাত সকলেই কোরান মাথায় রেখে কোরানের শত্রু□ আবু হানিফাগং ও বোখারীগণদের রচিত দু'নস্বরী গ্রন্থ হাদিস, ফেকহা ফতোয়া বিশ্বাসের শপথ করে এক্ষণে চড়া□ মোশরেক হয়ে আছি কি না?? শুধু মোসলমান জাতিই নয় সকল জাতিই তাদের মূল ঐশী গ্রন্থ ত্যাগ করে দু'নস্বরী গ্রন্থের বন্দনা করছেন বলেই মানবজাতির একক ধর্মই মানব ধর্ম খন্ডিত করে স্ব-স্ব ধর্ম শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারী। আর এই অহঙ্কারই দেশ ও বিশ্বের অশান্তি□ ও অবক্ষয়ের প্রধান কারণ। অহঙ্কারই শিরক এবং তার ধারক-বাহকগণই মোশরেক। যে যতটুকু অহঙ্কার ধারণ করছি, সে ততটুকু শিরকে ডুবে আছি এবং ততোধিক ধুমু বিহীণ দোষের আগুনে জ্বলছি, ইহকালেও পরকালেও।